যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৮ মে ২০১৭
target@ কেরিয়ার
৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

সঠিক পরামর্শ মেনে কেরিয়ার গঠন করুন

দীপক সামন্ত (কেরিয়ার গ্রুমার)

কেরিয়ার আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার ইচ্ছে অনেক আগে থেকেই নেওয়া উচিত। তাহলে পরে সমস্যায় পড়তে হয় না। শৈশবে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারি না, সেই কারণে আমাদের বাড়ির বড়দের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়, কেরিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে। আবার অনেক সময় নিজের মনের কথা না শুনে আমরা বন্ধু-বান্ধবরা যে কেরিয়ারের পথে এগোচ্ছে, আমরাও মনে করি সেটাই সঠিক পথ। আসলে সেটা নয়, একটা সময় আমরা আমাদের বাস্তবতার থেকে আবেগকে বেশি প্রশ্রয় দিই, তাই অনেকক্ষেত্রেই সঠিক কেরিয়ার বাছতে গিয়ে আমরা ভুল করে ফেলি, যার জন্য আমাদের সারাজীবন নিজেকে দোষারোপ করতে করতেই কেটে যায়। কিন্তু কেরিয়ারের জন্য আরও বেশি সতর্ক থাকা উচিত।

একটি বয়সের পর থেকে কেরিয়ারের উন্নতির জন্য পেশাদারদের জীবনের কোনও না কোনও পর্যায়ে অন্যের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। আর শিক্ষাজীবনের শেষের দিকে বা কেরিয়ারের শুরুতে এই পরামর্শগুলো গ্রহণ করলে তা কেরিয়ারের মাঝপর্যায়ের তুলনায় অনেক কাজে আসবে। কারণ কেরিয়ারের শুরু থেকেই সঠিকভাবে এগিয়ে চলতে পারলে তা আপনার পেশাগত জীবনকে সঠিক দিকে চালাবে। কোনও পরিকল্পনাই একরাতে গড়ে ওঠে না। আর এর বাস্তবায়নও একদিনে হয় না। তাই দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করতে হয় এসব লক্ষ্য অর্জনে।

ভবিষ্যতের দিকে খেয়াল রাখুন

পেশাজীবীদের জন্য সবচেয়ে বড় পরামর্শ হল— বর্তমান বা অতীত নয়, নজর দিতে হবে ভবিষ্যতের দিকে। আপনার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। আগামী দুই, পাঁচ কিংবা ১০ বছর পরে আপনি কোন অবস্থানে থাকতে চান, তা নির্ধারণ করুন। এরপর সে স্থানে পৌঁছনোর জন্য পরিকল্পনা তৈরি করুন।

এরপর দু'য়ের পাতায়

শেষের চার পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- ভারতীয় বিমানবাহিনীতে এয়ারম্যান নিয়োগ
- কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদ ও সার্ভিসে ৭১০ ডাক্তার নিয়োগ
- ৩৫৫ খেলোয়াড় নিয়োগ কনস্টেবল পদে
- ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার্স ২৫ জন রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়োগ করবে
- বিভিন্ন পদে ১২০ জন নিয়োগ করবে বিহার স্টেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ইউনিয়ন
- ৭২ জন ড্রাইভার ও ট্রেডসম্যান
- নিয়োগ করবে ভারতীয় নৌবাহিনী
- আর্মিতে শিক্ষক নিয়োগ
- ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট নেবে রাজ্য শ্রম দফতর
- রুরাল আরবান শিক্ষা বিকাশ সংস্থানে ৪৪৪ জন
- সেফটি ম্যানেজমেন্টের কোর্স
- স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট কোর্সে ভর্তি
- নার্সিং কোর্সে ভর্তি
- অ্যাপারেল ও ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের কোর্স
- হসপিটালিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এমএসসি কোর্স
- মৎস্যবিজ্ঞান ও মাছধরা জাহাজ বিষয়ের পেশাদারি কোর্স
- বিএস-এমএস ডুয়াল ডিগ্রি প্রোগ্রাম
- উর্দু ইউনিভার্সিটিতে জার্নালিজমের কোর্স

কেরিয়ার গড়তে নিজেই নিজের প্রতিযোগী হয়ে উঠুন

সন্তোষ রায় (কেরিয়ার এক্সপার্ট)

কাজের বাজারে নিজেই নিজের প্রতিযোগী হয়ে উঠুন। দেখবেন জানার খিদেটা আরও বেড়ে গেছে। যে কোনও জিনিসের প্রতি উৎসাহ থেকে সৃজনশীলতা, সবেতেই নিজের মনের ইচ্ছেটি একটি বড় বিষয়। যে কাজই আপনি হাত দিন না কেন, তা ব্যবসা হোক কিংবা চাকরি তার প্রতি আপনার আন্তরিকতা থাকতে হবে। এতে কাজ করার স্পৃহা বহুলাংশে বেড়ে যাবে। নিজেকে বাড়ির গণ্ডি থেকে বের করে বাইরের জগৎ সম্পর্কে পরিচিত করাতে হবে। আসলে যারা প্রথমে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে শুরু করে অনেকেই মনে করে, যে পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে বুঝি ভালো। কিন্তু এটা ঠিক নয়, প্রয়োজনে বাইরে মিশতে হবে, মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সোশ্যাল সাইটের মাধ্যমেও নিজেকে আপডেট করা জরুরি। সেখান থেকেও আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন, যা আপনার প্রয়োজনে কাজে লাগবে। সব কিছু খারাপ এই ধরনের মনোভাব ত্যাগ করা উচিত। খারাপের মধ্যে থেকেও আপনাকে ভালো খুঁজে বের করে নিতে হবে। যেটুকু জানলে আমার নিজের প্রয়োজন মিটে যাবে, তার বাইরে আমি কিছু শিখব না এই ধরনের আত্মঘাতী মনোভাব ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। এই ধরনের মনোভাব আপনার কেরিয়ারের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। আসলে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, যে বিষয়ে আপনি কাজ করতে ভালোবাসেন, সেই বিষয়টি সম্পর্কে আপনার দক্ষতাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে। যে কোনও কাজই ভালোভাবে করতে হলে, সেই সঙ্গে সেই কাজে আপনার নিজেকে প্রমাণ করতে হলে, নিজে সৎ থাকা খুবই বড় একটি গুণ। কাজে যেমন কোনও ফাঁকি দেওয়া চলবে না, তেমনি কাজে নিজের দম্ভকে প্রকাশ করাও উচিত নয়। চাকরির ইন্টারভিউ থেকে চাকরি, পাশাপাশি ব্যবসা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়া খুব জরুরি। যে পরিসরে বা যেখানে কাজ করছেন সেই কাজ ও জগৎটাকে ভালোভাবে জানার চেষ্টা করুন। ভালোবাসি বলে কাজে নেমে পড়লেন

এরপর দু'য়ের পাতায়

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৮ মে ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
টার্গেট @ কেরিয়ার
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), তন্ময় মণ্ডল (সাব-এডিটর),
বিপাশা চক্রবর্তী, সালমা আহমেদ

কর্মক্ষেত্রের পলিটিক্স ধৈর্য রেখে মোকাবিলা করুন

সঞ্জয় ভাদুড়ি (কেরিয়ার ফ্যাকাল্টি)

চাকরির প্রস্তুতি আবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায়। প্রথমেই বুঝে নিতে হবে যে কাজের জন্য আবেদন করছেন যে-কাজে আপনি তৈরি করছেন নিজেকে, সে কাজে আপনি কতটা গ্রহণযোগ্য। নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণ সেরে ফেলতে হবে। যে-বিষয়ে আগ্রহ আছে সেই অনুযায়ী কাজ বাছাই করাই ভালো। নিজের জোরের জায়গা আর দুর্বলতার জায়গা চিহ্নিত করে সেইভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে।

কোনও জায়গায় চাকরি করতে যাওয়া মানে রোজই পরীক্ষা। রোজই নিজেকে প্রমাণ করা আর রোজই কিছু না কিছু শেখা। এখানে পারফরম্যান্সই শেষ কথা বলবে। সেইজন্য নিজের দক্ষতা, ভাবনা-চিন্তার কাজটি বন্ধ করে দিলেই মুশকিল। নিজের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাতে হবে।

আপনি যেভাবে ভাববেন আপনি আপনার চারপাশটাকেও তেমনিভাবেই দেখবেন, আপনার নেগেটিভ চিন্তার প্রবণতা থাকলে তা বদলে নিতে হবে, সবকিছুতে পজেটিভ হবার চেষ্টা করতে হবে। ফোটোশপ দিয়ে যেমন কোনও ইমেজের খুঁটিনাটি সমস্যাগুলো ঠিক করে ফেলা হয়, তেমনি আপনিও নিজেকে আয়নায় দেখুন, কোন অভিব্যক্তিতে দেখতে আপনাকে বেশি ভালো লাগে খুঁজে বের করুন। সেই সাথে আপনার ভেতরের কোন আচরণ, কোন সমস্যাগুলো আপনার বদলানো উচিত সেগুলো খুঁজে নিন এবং বদলে ফেলুন। হয়তো সময় লাগবে কিন্তু চেষ্টা করুন। আপনি যখন জানেন এগুলো আপনার সমস্যা এবং চেষ্টা করলে আপনি বদলে নিতে পারেন, তাহলে সেটা ফেলে রাখবেন কেন?

নিজেকে সুসজ্জিত রাখবেন সবসময়। তাতে আত্মবিশ্বাসও বাড়ে। আপনি যখনই ভালো পোশাক পরবেন, আপনি নিজেই বেশ ভালো বোধ করবেন। ভালো পোশাক মানেই আপনাকে অনেক দামি কোনও পোশাক পরতে হবে তা নয়, আপনি আটপৌরে পোশাকে না থেকে নিজের ব্যক্তিত্বের সাথে যায় এবং নিজেকে উপস্থাপন করা যায় এমন কোন পরিচ্ছন্ন পোশাক পরুন। খেয়াল করে দেখবেন ভালো পোশাক পরে থাকলে নিজেকে কতটা চনমনে লাগে।

নেগেটিভ যেসব চিন্তা আছে সেগুলোকে অবদমন করুন, আপনার মন যখন বলবে আপনি পারবেন না, আপনি তখন আরও বেশি করে সেটা করার জন্য উদগ্রীব হোন, দেখবেন আপনার মন ভুল বলেছিল। আপনি আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং উজ্জীবিত হতে পারবেন। পজিটিভ চিন্তা-ভাবনার পাশাপাশি আপনার কর্মকাণ্ডও যেন পজিটিভ হয়, সে চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। কারণ আপনার পজিটিভ কাজগুলোই আপনাকে পজিটিভ থাকতে আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করবে। আপনার কাজে আরও বেশি কর্মস্পৃহা যোগ করুন, কিছুদিনের মধ্যেই আপনি তফাতটা দেখতে পাবেন। প্রত্যেক মানুষের জীবনে কিছু নীতি থাকে যেগুলো মানুষ মেনে চলে অথবা চলতে চায়। আপনার নীতিগুলো জেনে নিন, ভাবুন কোন

নীতিগুলো আপনার কাছে শিরোধার্য মনে হয়, সেগুলোকে মেনে চলুন। আপনার নীতি হতে পারে, আপনি মিথ্যা বলেন না, অন্যের ক্ষতি করেন না, অন্যের নামে সমালোচনা করেন না ইত্যাদি। আপনি যখন আপনার নীতিগত বিষয়গুলোকে জানবেন এবং জীবনে মেনে চলবেন দেখবেন অন্য যারা এই নীতিগুলো মানছে না তাদের সাথে নিজের পার্থক্য করতে পারবেন। এর মাধ্যমে নিজেকে যেমন আপনি আরও বেশি সম্মান করতে পারবেন, তেমনি আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াতেও এটা সহায়তা করবে। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করুন এতে আপনার জ্ঞান ভাণ্ডার যেমন সমৃদ্ধ হবে তেমনি আপনার আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। অন্যের প্রতি আচরণে, চিন্তায় সহনশীল হন। সুযোগ-সার্মথ্য থাকলে অন্যকে সাহায্য করুন, এতে আপনার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং আপনি নিজ থেকে অনুভব করতে শুরু করবেন আপনি ভালো মানুষ, এই বোধটুকু আপনার আত্মবিশ্বাস বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে। আপনার ভালো-খারাপ দিক কোনগুলো, সেগুলোকে জানার চেষ্টা করুন এবং খারাপ দিকগুলোকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন। আপনি যদি নিজেকে জানতে পারেন তাহলে সহজেই নিজেকে পরিবর্তন করতে পারবেন। তাই নিজেকে জানুন।

আরেকটা জরুরি বিষয়, যে কোনও চাকরিতেই থাকে রাজনীতির চাপান-উতোর। কাজ করছেন অথচ সুফল মিলছে না, আপনার কাজের সুবাদে অন্য কেউ ফল পাচ্ছে এরকমটা সবসময় ঘটে। এই ধরনের পরিস্থিতিকে বুঝে চলতে হবে। উত্তেজিত হয়ে নয়, ধৈর্য রেখে কর্মক্ষেত্রের পলিটিক্সের মোকাবিলা করতে হবে। তাই, এসব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা জরুরি।

কেরিয়ার গড়তে নিজেই নিজের প্রতিযোগী হয়ে উঠুন

প্রথম পাতার পর

আর তারপর সেই কাজের ইচ্ছেটুকু চলে গেল সেটি ঠিক নয়। নিজের পছন্দের কাজের বিষয়টিকে জানুন। তারপর সেই বুঝে পদক্ষেপ ফেলুন। কারওর কথায় কাজের ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনি পরামর্শ নিতেই পারেন। কিন্তু কী কাজ করবেন সেটির ব্যাপারে আপনাকে নিজেকে বুঝতে হবে। কারণ আপনাকে নিজে আপনি যতটা চেনেন তার চেয়ে বেশি আপনাকে কেউ চেনে না। কেরিয়ার বাছার ক্ষেত্রে তাই কোনও ভুল পথে পা দেবেন না, বা কারওর দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। জীবনের শুরুতেই আপনি যদি ভুল করে বসেন তার মাশুল আপনাকে চিরকাল গুণতে হবে। নিশ্চই সেটি কারওর কাম্য হতে পারে না।

কোনও কাজ করার পর অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকার মনোভাব থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। এতে আপনার নিজের কাজের ক্ষতি হবে। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সফল হওয়ার পর অপর লক্ষ্যটি তৈরি করুন। নিজেকে কোনও কিছুর মধ্যে আটকে রাখবেন না। নিজের কাজের যতটা পরিধি তার থেকে আরও বেশি জানার চেষ্টা করুন। নিজের জ্ঞানকে বাড়িয়ে তুলুন। এতে আপনার কাজটি আপনার কাছেই আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। কাজের জন্য প্রয়োজন আন্তরিকতার। যে কাজটিতে আপনি হাত দিয়েছেন সেটি চাকরি হোক বা ব্যবসা সেটি আন্তরিকতার সঙ্গে করুন। যে কোনও কাজের জন্য ভালোবাসা দরকার, তাহলে কাজটির উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে। আবার আপনার জানার ইচ্ছে কাজের মধ্যে আপনার সৃজনশীলতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আপনার জানার ইচ্ছে যত প্রবল হবে, জ্ঞান যতটা থাকবে আপনার কাজটিও ততটাই সহজ হয়ে যাবে।

কাজের প্রতি ধৈর্য ও সহনশীলতাও একটি বড় বিষয়। হঠাৎ করে কাজের ক্ষেত্রে আপনার জীবনে কোনও বড় বিপদ আসতেও পারে। তার মানে এই নয় যে আপনাকে কাজ ছেড়ে চলে যেতে হবে বা ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হবে। নিজের মধ্যে দৃঢ় মানসিকতা ধরে রাখতে হবে। তাহলে কষ্ট হলেও আপনাকে আপনার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে বেশি সময় লাগবে না। জীবনের পথে চলতে গেলে ব্যর্থতারও প্রয়োজন আছে। না হলে আপনার জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে না। আর এখান থেকে সঞ্চিত করা অভিজ্ঞতা আপনার জীবনে, আপনার কেরিয়ার গঠনে কাজে লেগে যাবে। যার ওপর ভিত্তি করে আপনি পরবর্তী পর্যায় খুব সহজেই অতিক্রম করতে পারেন।

সফল কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্য ‘target@কেরিয়ার’-এ আপনারা কী কী জানতে চান মেল করে জানান আমাদের।

সঠিক পরামর্শ মেনে কেরিয়ার গঠন করুন

প্রথম পাতার পর

মনে রাখবেন, রাতারাতি কিছু হয় না। পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হয়।

জীবনের লক্ষ্য বিষয়ে সতর্ক থাকুন

জীবনকালে আপনি এমন কোনও চাকরি নিতে পারেন, যা আপনার প্রিয় নয়, শুধুই টাকার জন্য চাকরিটি নেওয়া। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার জীবনের লক্ষ্যের বিষয়টি চিন্তা করে নেওয়া উচিত। আপনার লক্ষ্য যদি থাকে যথাসম্ভব টাকা উপার্জন, আর চাকরিটি থেকে যথেষ্ট টাকা আসবে, তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সঠিক। আর আপনার লক্ষ্য যদি হয় ভিন্ন কোনও বিষয়, তাহলে এমন চাকরি ত্যাগ করাই ভালো। সেক্ষেত্রে আপনার সত্যিকার অর্থে ভালো লাগে, এমন কোনও কাজই খুঁজে দেখা উচিত। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া কোনও কাজ আপনার লক্ষ্য অর্জনে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখুন

নিজেকে বিশ্বাস করুন। নিজের বিশ্বাস ও কাজের ওপর আস্থা রাখুন। ব্যর্থতার কারণে অনেকেরই এমন কোনও পর্যায় আসে, যখন নিজের যোগ্যতার ওপর বিশ্বাস হারানোর উপক্রম হয়। কিন্তু এটি শেষ কথা নয়। আপনি কোনও কাজ সাফল্যের সঙ্গে শেষ করতে পারবেন, এমনটা বিশ্বাস করতে হবে। নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে আপনি লড়াইয়ে দাঁড়াতেই পারবেন না। আর বিশ্বাস রাখলে আপনি সাফল্যের দিকে অনেকটাই এগিয়ে যাবেন।

সমালোচনাকে ভালোভাবে গ্রহণ করুন

সমালোচকদের অনেক সময় অসহ্য মনে হতে পারে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, এর থেকে আপনার অনেক উপকার হতে পারে। আপনার কেরিয়ারের ধারণা ও স্বপ্ন অন্যের দ্বারা সমালোচনার মুখোমুখি হতে পারে। কিন্তু একে বাজেভাবে দেখার উপায় নেই। কারণ এ থেকে আপনি অনেক ভালো বিষয় বা বাস্তবসম্মত ধারণা পেয়ে যেতে পারেন। আর আপনি যদি নিজের লক্ষ্যের দিকে দৃঢ়সংকল্প থাকেন তাহলে সমালোচকদের অগ্রাহ্য করুন। কারণ এটি আপনার জীবন, আপনার কেরিয়ার। তাদের দেখিয়ে দিন যে, আপনিই ঠিক।

খুঁজে বের করুন একজন শিক্ষাগুরু

কেরিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ও আপনার প্রিয় কাউকে গুরু হিসাবে মানুন। তিনি যদি কিছু কয়েকটি কোর্স করার পরামর্শ দেন, তাহলে তাই করুন। আপনার যদি সুযোগ থাকে তাহলে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিন। এতে আপনার পরামর্শ ছাড়াও পেতে পারেন প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্কের সন্ধান। আর জীবনের লক্ষ্য বাস্তবায়নে এটি খুবই কাজে আসবে।

অপ্রিয় পদগুলোতে নিজের ভালোলাগা খুঁজুন

কেরিয়ারের কোনও না কোনও পর্যায়ে আপনার ঘাড়ে এমন কোনও দায়িত্ব আসতে পারে যা অন্যদের কাছে মোটেও জনপ্রিয় নয়। আর এই চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব আপনার জন্য সমস্যা নয় বরং সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। কঠিন পরিস্থিতি যদি আপনি সামলাতে পারেন তাহলে তা আপনার যোগ্যতাকে বাস্তবে প্রমাণ করে দেবে। বাড়তি খাটনি হলেও তাই এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

চাকরি বদলের সঠিক সময় বুঝুন

প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরি ছেড়ে ভালো কোনও সুযোগ গ্রহণ করার উপযুক্ত সময় সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকতে হবে। ৩০ বছর আগের নিয়মে এখন প্রতিষ্ঠানগুলো চলে না। প্রত্যেক কর্মীই এখন তাদের নিজের কেরিয়ারের পথ ঠিক করে নেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। আপনার যদি প্রয়োজনীয় উন্নতি না হয়, প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন ও সুযোগ-সুবিধা যদি না পান তাহলে নতুন জায়গার সন্ধান করাই ভালো। আপনার প্রতিষ্ঠান কোন পথ দেখাচ্ছে তা যদি আপনার মনমতো না হয়, তাহলে উপযুক্ত জায়গা খুঁজে নেওয়াই উচিত। তবে এক্ষেত্রে ধৈর্য ধরার প্রয়োজন আছে। কখনও কখনও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয় সঠিক সুযোগটি আসার জন্য। তাই সুযোগ আসলে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৮ মে ২০১৭

ব্যবসায় কেরিয়ার

সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে চলুন

সব কাজের জন্য পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। এতে সফলতার হার বেড়ে যায় বহুগুণ। তবে এখনও যাঁরা নিজেদের কাজের কোনও ছক আঁকেননি, তাঁদের দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। পরিকল্পনা সেরে ফেলুন আর সেই অনুযায়ী কাজ করে সেরে ফেলুন। শুধু তাই নয়, পরিকল্পনার একটি নির্দিষ্ট গুরুত্ব আছে, কারণ সেটি আপনাকে একটি নির্দিষ্ট ছকে বাঁধতে সাহায্য করবে। আর যার সাহায্যে কাজের গতিপথ আপনার কাছে আরও মসৃণ হবে। তাই যে কোনও ধরনের কাজ শুরু করার আগে পরিকল্পনা খুবই জরুরি একটি বিষয়ের মধ্যে পড়ে।

আপনি কী কী কাজ করতে চলেছেন, কী কী করতে চাইছেন, কোন কোন কাজ কত গুরুত্বপূর্ণ, এতে তার সবই লিপিবদ্ধ করুন। যদি পুরো বছরের পরিকল্পনা করতে না পারেন, তবে প্রথম তিন থেকে ছয় মাসের কর্মপরিকল্পনা করে নিতে পারেন। এটা আপনার পেশা বা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য সহায়ক হবে। বছরের বাকি সময়গুলোর প্রতিটি দিন গুনে গুনে আগামী দিনগুলোর জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে কিছু জরুরি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিন।

বছরের প্রতিটি দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর হিসাব করে মাসিক অথবা নিজের সুবিধামতো নির্দিষ্ট সময়ের একটা ছক করে ফেলুন। এতে প্রতিদিনের হিসাব কিংবা প্রতিদিনের কাজের একটা ধারণা পাবেন।

পরিকল্পনা কীভাবে করবেন:

পরিকল্পনা করার জন্য টেকসই, বাঁধাই করা খাতা নিন।

অতীতের লাভ-ক্ষতি হিসাব করে নতুনভাবে পরিকল্পনা তৈরি করুন।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে বাজেটের পরিমাণ হিসাব করুন।

কোনও বিষয়ে পরিকল্পনা করার পর পুরো বিষয় নিয়ে আপনি নিজে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো যাচাই-বাছাই করুন। তা নিয়ে ঘনিষ্ঠ, দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ কারও সঙ্গে মতবিনিময় করুন। এতে নানা নেগেটিভ এবং পজিটিভ দিক বেরিয়ে আসবে, যা আপনার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ।

কোনও বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করলে তাঁর কাছ থেকে আপনি যেমন ভরসা পাবেন তেমনি সৎ পরামর্শও আপনি পেয়ে যাবেন। যা আপনাকে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। জীবনে আমাদের অনেক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু সেই সমস্যাগুলিকে কাটিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তাই যে কোনও নির্দিষ্ট দিকে আপনাকে এগিয়ে যেতে হলে দরকার সঠিক ভাবনা। যেমন, যে কোনও ব্যবসা শুরু করতে হলে শুধু মূলধন নয়, ব্যবসাটিকে সঠিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন। তাহলে সেটি একদিন এই প্রতিযোগিতার বাজারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে।

তাই কোনও কিছু শুরু করার আগেই এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা জরুরি। তাহলে ঝুঁকির সম্ভাবনা কম থাকে। আর আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনি সাফল্যের মুখ দেখলে তখন নিজেরই উৎসাহ আরও বহুগুণ বেড়ে যায়। আরও দ্বিগুণ উৎসাহে আপনি আপনার কর্মপ্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারেন। যা আপনার নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্যও উৎসাহের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

ব্যবসায় কেরিয়ার

শুরু করতে পারেন বেকারি ব্যবসা

গ্রামে-শহরে সব জায়গাতেই পাউরুটির ভালো চাহিদা। আর পাকাপোক্ত বাজার থাকায় উদ্যমীরা ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকার পুঁজি নিয়ে পাউরুটি তৈরির কারখানা করতে পারেন। স্বয়ংক্রিয় মেশিন বসিয়ে এই কারখানা করলে প্রতিদিন যে পাউরুটি তৈরি হবে তার সঙ্গে কেক ও প্যাটিসও তৈরি করতে পারেন।

কাঁচামাল: পাউরুটি তৈরির জন্য দরকার হয়: ময়দা, ডালডা, খাবার লবণ, চিনি, ইস্ট আর বেকিং পাউডার। তবে শুরুতে বেকিং পাউডার না দিলেও চলে। পাউরুটি তৈরিতে ইস্টের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ইস্ট পাউরুটিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেয়। ইস্টের রং সাদা বা হালকা বাদামি।

যন্ত্রপাতি: ভাঁটি বা বিদ্যুচ্চালিত উনুন, ময়দা মাখার মিক্সার মেশিন, স্লাইসড পাউরুটির জন্য স্লাইসিং মেশিন, ময়দা শিফটার মেশিন, চিনি গুঁড়ো করার গ্রাইন্ডিং মেশিন, ব্রেড মোল্ডার মেশিন, কেক বানাতে চাইলে কেক তৈরির উপযোগী বিদ্যুচ্চালিত ক্রিম ও ডিম মিক্সার মেশিন, বিভিন্ন পাউন্ডের মাপের মোল্ডার বা ছাঁচ, ভাঁটিতে পাউরুটি ঢোকানোর জন্য নানান মাপের ট্রে।

ভাঁটি: পাউরুটি সেঁকার জন্য ভাঁটি তৈরি করা হয় বিশেষ পদ্ধতিতে। গ্রাম বা আধা শহরে পাউরুটি, কেক ও প্যাটিস তৈরিতে ছোট ভাঁটিই যথেষ্ট। এটা আসলে তাপ ধরে রাখার উপযুক্ত ঝামা ইট দিয়ে তৈরি বদ্ধ কুঠুরি। মাটি থেকে ৪ ফুট উচু একটা মাটির বেদির ওপর তৈরি হয় কুঠুরির মেঝে। কুঠুরির উচ্চতা হয় ৫ ফুট। সামনের দিকে ঘুলঘুলির মতো ফাঁক দিয়ে পাউরুটি, কেক, প্যাটিস ট্রে-তে করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আর তৈরি হয়ে গেলে বার করে নেওয়া হয়। ঘুলঘুলির মতো ফাঁকা জায়গা টিন বা অ্যাসবেস্টরের পাল্লা দিয়ে বন্ধ করা যায়। কুঠুরির একটু দূরে পাউরুটি ঢুকিয়ে দেওয়া আর বার করে আনার জন্য তক্তা লাগানো লম্বা লাঠি ব্যবহার করা হয়। কুঠুরিতে রুটি সেঁকার উপযোগী তাপের জন্য কাঠ দেওয়া হয়। একবার কুঠুরিকে গরম করতে পারলে ৭ গরম থাকে। কুঠুরির ভিতরের ধোঁয়া বাইরে বার করার জন্য ছাদের ওপর চিমনি বসাতে হয়।

পাউরুটি তৈরির পদ্ধতি: পাউরুটি তৈরির জন্য এইসব উপাদান যে অনুপাতে মেশাতে হবে: ময়দা ২৫ কেজি, ডালডা ২০০ গ্রাম, লবণ ৪৫০ গ্রাম,জল ১৩ লিটার, ইস্ট ২৫০

গ্রাম, চিনি ৫০০ গ্রাম। প্রথমে চিনি গ্রাইন্ডিং মেশিনে গুঁড়ো করে নিতে হবে। তারপর সব উপাদান নির্দিষ্ট অনুপাতে মাখার পর অন্তত ৩-৪ ঘণ্টা ফেলে রাখতে হবে। সময় কমাতে চাইলে ইস্টের মাত্রা দ্বিগুণ করতে হবে। এবার মাখা ময়দায় গ্যাঁজা তুলতে হলে মাখা ময়দাকে গোল বলের মতো করে নিয়ে মসৃণ আর চকচকে পাত্রে ভরে নিতে হবে। যাতে ওই ময়দার বল শুকিয়ে না যায়। ময়দাকে গ্যাঁজানোর সময় তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে রাখতে হবে। শীতকালে তাপমাত্রা কমে গেলে গরম করতে হতে পারে। ময়দাকে গ্যাঁজানোর সময় তার মধ্যে নরমভাব কেমন আছে তা জানতে আঙুল ঢুকিয়ে দেখা যেতে পারে। মাখা ময়দায় যাতে গ্যাস না জমে সেইজন্য গ্যাঁজা তোলার পর পাঞ্চ করতে হয়। ময়দা মাখা, গ্যাঁজা তোলার পর নরম ময়দার এমন মাপের লেচি করতে হবে যাতে লেচি ছাঁচের শুধু অর্ধেক জায়গা জুড়ে থাকে। এবার ছাঁচে লেচি ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ গ্যাঁজা বা রস বার হলে মুছে নিতে হবে। রুটির মাপ অনুযায়ী ছাঁচও হয় বিভিন্ন মাপের। যেমন ১০০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম ও ৪০০ গ্রাম। গোলরুটির জন্য লাগে গোলাকার ছাঁচ। ১০০ গ্রাম ওজনের পাউরুটি সেঁকে খাওয়ার উপযুক্ত হতে সময় লাগে ৫-৬ মিনিট। ২০০ গ্রাম ও ৪০০ গ্রাম ওজনের পাউরুটি সেঁকতে সময় লাগে ১০-১৫ মিনিট। যখন পাউরুটি ছাঁচের মধ্যে কুঁচকে যাবে ও হালকা কালচে লাল বা বাদামি হবে তখন বুঝতে হবে পাউরুটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। পাউরুটি তৈরি হয়ে গেলে ছাঁচভর্তি ট্রে নিয়ে এসে ঠান্ডা করতে হবে। রুটি ঠান্ডা হয়ে গেলে স্লাইসিং মেশিনে কেটে প্যাকেটে ভরে ফেলতে হবে। মার্কেট ধরতে গেলে অবশ্যই ভালো প্যাকেজিং জরুরি।

পাউরুটি তৈরির পদ্ধতি ও প্রকরণ জানতে পরিচিত কোনও বেকারিতে কথা বলতে পারেন। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড টেকনোলজি বিভাগে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রকল্প তৈরি ও আর্থিক অনুদানের বিষয়ে জানতে হলে সল্টলেকের ময়ূখ ভবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরে যোগাযোগ করতে হবে।

এই ব্যবসা করে মাসে আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা উপার্জনের সম্ভাবনা আছে।

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

● ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টে এমবিএ কোর্স সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। এই কোর্সের জন্য কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। কী কী বিষয়ে স্পেশ্যালাইজেশন করা যায়। ভর্তির সময় কখন?

মনোজ পাল, সোনারপুর

পাবলিক সিস্টেমসের চারটি স্পেশ্যালাইজেশনের এমবিএ কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট। শিক্ষাগত যোগ্যতা: অনার্স গ্র্যাজুয়েট। ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট এবং এমবিবিএস, বিডিএস, হোমিওপ্যাথি, নার্সিং ও আয়ুষ ডিগ্রিধারীও আবেদনের যোগ্য। ম্যাট বা ক্যাট বা সি-ম্যাট, জেইম্যাট, জি ম্যাট বা গেট উত্তীর্ণ হতে হবে। এই কোর্সের স্পেশালাইজেশনগুলি হল: এনার্জি ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট। এখনই আবেদন করা যাচ্ছে। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৯ জুন। ওয়েবসাইট: www.iiswbm.edu

● ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় ম্যানেজার স্কেল টু পদে দরখাস্ত করতে গেলে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন? প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাই।

দেবাঞ্জন পাত্র, কলকাতা

ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় ম্যানেজার স্কেল-টু পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৬০ শতাংশ (তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বরসহ যে কোনও শাখায় স্নাতক। সেই সঙ্গে কর্মাস বা সায়েন্স বা ইকোনমিক্সে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অথবা এমবিএ অথবা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা অথবা বিজনেস ম্যানেজমেন্টে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। অথবা সিএ বা আইসিডব্লুএ বা সিএস (কোম্পানি সেক্রেটারি)। সব ক্ষেত্রেই অন্তত তিন মাস মেয়াদের কম্পিউটারের সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে অথবা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে ইনফর্মেশন টেকনোলজি বা সমতুল বিষয় পড়ে থাকতে হবে। পাশাপাশি, কোনও ব্যাংকে অফিসার পদে অন্তত ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক। প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৫০ নম্বর), ব্যাংকিং শিল্প-সহ জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস (৫০ নম্বর) এবং ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (৫০ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা ২ ঘণ্টা। ওয়েবসাইট: www.bankofindia.co.in

● যোধপুর এইমসে ডায়েটিশিয়ান পদের ক্ষেত্রে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন?

সুমিতা বর্মন, বর্ধমান

যোধপুর এইমসে ডায়েটিশিয়ান পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: হোম সায়েন্স ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন বা ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়েটেটিক্স বা ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন বা ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ডায়েটেটিক্স বা ফুড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডায়েটেটিক্সে এমএসসি। সেইসঙ্গে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট কোনও হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার। খুঁটিনাটি জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.aiimsjodhpur.edu.in

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৮ মে ২০১৭

পেশা যখন **হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট**

আপনি যদি রাষ্ট্রের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করে মানুষের পাশে থাকতে চান, তবে পেশা হিসাবে হিউম্যান রাইটসকে বেছে নেওয়ার কথা ভাবতেই পারেন। পেশাদার হয়ে কাজ করতে চাইলে এই বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকা জরুরি।

হিউম্যান রাইটসের ওপর পেশাদার কোর্স করা থাকলে কাজ করতে পারেন এইসব ক্ষেত্রে:

১) শিক্ষার অধিকার: বিভিন্ন সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানবাধিকার সম্পর্কিত শিক্ষা, সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া ছাড়াও শিক্ষার অধিকার চালু হওয়ার শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের সমীক্ষা ও সংগ্রাহকের কাজ করা যায়।

২) শিক্ষকতা ও গবেষণা: মাস্টার ডিগ্রি পাস করে নেট বা স্লেট পরীক্ষা দিয়ে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা বা গবেষণা করতে পারেন।

৩) স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায়: সবচেয়ে বেশি সুযোগ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কাজ করার।

ক) পরিবেশ: পরিবেশ সুরক্ষার জন্য কীভাবে মানববান্ধব পরিবেশ হতে পারে, কোন কোন বিপজ্জনক রাসায়নিক পরিবেশ দূষিত করছে, তার ওপরেও কাজ করা যায়।

খ) শিশুদের অধিকার: রাস্তাঘাটে বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশু, শিশু শ্রম, শিশু বিক্রি, সামাজিক রোষে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের সমস্যার প্রতিকারে বিভিন্ন কাজ করা যায়।

গ) নারীর অধিকার: ঘরে ও বাইরে মেয়েদের সবরকম অধিকার নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে। অথচ বেশিরভাগ মেয়েই নিজেদের সুরাহার ব্যবস্থা জানে না, সমস্যাগ্রস্ত এইসব মহিলাদের অধিকার নিয়ে কাজের অনেক সুযোগ আছে।

ঘ) সন্ত্রাসবাদ: সারা পৃথিবীতে আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা হল সন্ত্রাসবাদ। সন্ত্রাসের কারণ, তার বিরুদ্ধাচরণ, সন্ত্রাসবাদীদের সমাজের মূলস্রোতে নিয়ে আসা থেকে শুরু করে সন্ত্রাস উপদ্রুত এলাকায় জনগোষ্ঠীদের হৃত অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজের ভালো সুযোগ আছে।

ঙ) মানব নারী ও দাসবৃত্তি: তৃতীয় বিশ্বে এখনও এমন অনেক অনুন্নত দেশ আছে, যেখানে শুধু নারী নয়, শিশু নয়, দাসবৃত্তির জন্য পুরুষদেরও কেনাবেচা হয়। এইসব জায়গাতেও মানবাধিকার কর্মীরা কাজ করতে পারেন।

এইসব ছাড়াও হিউম্যান রাইটসের পেশাদারদের আরও কিছু কাজের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল— সামাজিক ন্যায়বিচার, লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ, বন্দিমুক্তি প্রভৃতি।

হিউম্যান রাইটস নিয়ে কাজ করলে চাকরি পেতে পারেন এইসব ক্ষেত্রে: হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট, হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার, হিউম্যান অ্যানালিস্ট, হিউম্যান রাইটস প্রোফেশনাল, হিউম্যান রাইটস রিসার্চার, হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রামার, হিউম্যান রাইটস ওয়ার্কার, হিউম্যান রাইটস ম্যানেজার।

একজন হিউম্যান রাইটসের পেশায় আসতে চাইলে যা যা গুণ থাকা প্রয়োজন: লেখার দক্ষতা, ম্যানেজমেন্টের দক্ষতা, ভালো কমিউনিকেশন স্কিল, রিপোর্টিং দক্ষতা, গবেষণার দক্ষতা, ভাষাগত দক্ষতা, ইন্টার-পার্সোনাল কমিউনিকেশন স্কিল, ডকুমেন্টিং স্কিল, আইনি জ্ঞান, দলগতভাবে কাজ করার ক্ষমতা, বিশ্লেষণী দক্ষতা, সংকট কালে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, নেটওয়ার্কিং দক্ষতা।

কী ধরনের কোর্স পড়বেন: বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিউম্যান রাইটস বিষয়ে যেমন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স পড়ানো হয় তেমনি এই বিষয়ে ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স পড়ারও সুযোগ আছে। যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা যেমন ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট কোর্স পড়তে পারে তেমনি ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা ডিপ্লোমা বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি কোর্স পড়তে পারেন।

ডিগ্রি কোর্স: ডিগ্রি স্তরে পাসের বিষয় হিসাবে হিউম্যান রাইটস পড়ানো হয় কলকাতার লরেটো কলেজে। এছাড়া গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মালদহ উইমেন্স কলেজে এই বিষয়ে ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয়।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ: ৩০, মাদার টেরিজা সরণি, কলকাতা -৭০০০১৬। এখানে হিউম্যান রাইটস ও ডিউটিস এডুকেশনের সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানো হয়। উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা সার্টিফিকেট কোর্স আর ডিগ্রি কোর্স পাসরা ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে পারেন।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব জুরিডিক্যাল সায়েন্স: সল্টলেক, কলকাতা। এখানে হিউম্যান রাইটসের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয়। যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা ভর্তি হতে পারেন। সান্ধ্য কোর্স।

ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়: ইগনু রিজিওনাল সেন্টার, বিকাশ ভবন, ৪র্থ তল, বিধাননগর, কলকাতা-৯১। ওয়েবসাইট: www.ignou.ac.in. এখানে হিউম্যান রাইটসের সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানো হয়। উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা এই কোর্সে ভর্তি হতে পারেন।

রাজ্যের বাইরে সার্টিফিকেট কোর্স কোথায় পড়ানো হয়:

১) দেবী অহল্যা বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্দোর।

২) ন্যাশনাল স্কুল অব ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, বেঙ্গালুরু।

৩) অরুণাচল ইউনিভার্সিটি, অরুণাচল।

৪) SNDT উইমেন্স ইউনিভারসিটি, মুম্বই।

রাজ্যের বাইরে ডিপ্লোমা কোর্স:

১) ইউনিভার্সিটি অব মুম্বই, মুম্বই।

২) জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ইউনিভার্সিটি, নয়াদিল্লি।

৩) ইউনিভার্সিটি অব মাদ্রাজ, চেন্নাই।

৪) পন্ডিচেরি ইউনিভার্সিটি, পন্ডিচেরি।

৫) ইউনিভার্সিটি অব মাইসোর, মাইসোর।

রাজ্যের বাইরে ডিগ্রি বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স পড়ানো হয়:

১) আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলিগড়।

২) অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বিশাখাপত্তনম।

৩) কোচিন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, কোচিন।

৪) বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বারাণসী।

ইউনাইটেড ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস, ইউনিসেফ প্রভৃতি জায়গাতেও আছে প্রচুর কাজের সুযোগ।

এই প্রথম কোনও বাংলা দৈনিকে সপ্তাহে সাতদিনই

রঙিন সাপ্লি

আপনার এলাকায় যুগশঙ্খ না পেলে ফোন করুন সার্কুলেশন বিভাগে

ভারতীয় বিমানবাহিনীতে এয়ারম্যান নিয়োগ

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশ কিছু এয়ারম্যান নিয়োগ করবে ভারতীয় বিমানবাহিনী। নিয়োগ করবে র‍্যালির মাধ্যমে। উচ্চমাধ্যমিক পাস অবিবাহিত তরুণরা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। র‍্যালি আয়োজিত হবে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরের এয়ারফোর্স স্টেশনে। ওয়াই গ্রুপের নন-টেকনিক্যাল বিভিন্ন ট্রেডে নিয়োগ করা হবে। ট্রেডগুলি হল: মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অটোমোবাইল টেকনিশিয়ান, গ্রাউন্ড ট্রেনিং ইনস্ট্রাক্টর, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স পুলিশ। র‍্যালি শুরু ১ জুন। চলবে ৭ জুন পর্যন্ত।

র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, মালদা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, হুগলি, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি জেলার তরুণরা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডের ক্ষেত্রে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও ইংরেজি সহ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। মোট ৫০ শতাংশ নম্বর সহ পাস হতে হবে এবং ইংরেজিতে ৫০% নম্বর থাকতে হবে। বাকি ট্রেডগুলির ক্ষেত্রে যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। মোট ৫০% নম্বর সহ পাস এবং ইংরেজিতে ৫০% নম্বর থাকতে হবে।

প্রতিটি ট্রেডের ক্ষেত্রেই জন্মতারিখ হতে হবে ৭-৭-১৯৯৭ থেকে ২০-১২-২০০০-এর মধ্যে।

দৈহিক মাপজোখ: মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে উচ্চতা হতে হবে ১৫২.৫ সেমি, অটোমোবাইল টেকনিশিয়ানের ক্ষেত্রে ১৬৫ সেমি, গ্রাউন্ড ট্রেনিং ইনস্ট্রাক্টরের ক্ষেত্রে ১৬৭ সেমি এবং ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে ১৭৫ সেমি। অটোমোবাইল টেকনিশিয়ান ও গ্রাউন্ড ইনস্ট্রাক্টর ট্রেডের ক্ষেত্রে পার্বত্য এলাকার প্রার্থীদের উচ্চতা হতে হবে ১৬২.৫ সেমি।

অটোমোবাইল টেকনিশিয়ানদের ক্ষেত্রে পায়ের দৈর্ঘ্য হতে হবে অন্তত ৯৯ সেমি। মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টদের ক্ষেত্রে প্রতি চোখে ৬/৩৬, ৬/৯ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। অটোমোবাইল টেকনিশিয়ান ও গ্রাউন্ড ট্রেনিং ইনস্ট্রাক্টরের ক্ষেত্রে প্রতি চোখে ৬/১২, ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। উভয়ক্ষেত্রেই ৫ সেমি সম্প্রসারণযোগ্য বুকের ছাতি ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও দু'পর্যায়ের অ্যাডাপ্টেবিলিটি টেস্ট এবং মেডিক্যাল এগজামিনেশনের মাধ্যমে।

লিখিত পরীক্ষায় ইংরেজি, রিজনিং ও জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বিষয়ক অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। পরীক্ষা হবে ৪৫ মিনিটের। সিবিএসই সিলেবাস অনুসারে ইংরেজি প্রশ্ন হবে। পরীক্ষার দিনই ফলাফল প্রকাশিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় সফলদের প্রথম পর্যায়ের অ্যাডাপ্টেবিলিটি টেস্ট হবে। বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে প্রার্থীর মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা তা এই পর্যায়ে দেখা হবে।

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের দৈহিক সক্ষমতা যাচাই হবে। এক্ষেত্রে থাকবে ৭ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়। সেইসঙ্গে থাকবে ১০টি পুশআপ, ১০টি সিটআপ ও ২০টি স্কোয়াট।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের অ্যাডাপ্টেবিলিটি টেস্ট হবে। কঠোর নিয়মকানুন সম্বলিত মিলিটারি ট্রেনিংয়ের সঙ্গে প্রার্থী কতটা মানিয়ে নিতে পারবে এই পর্যায়ে তা দেখা হবে। সবশেষে হবে মেডিক্যাল এগজামিনেশন।

প্রথমে কর্নাটকের বেলগাঁওয়ের বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের জয়েন্ট বেসিক ফেজ ট্রেনিং। ট্রেনিং চলাকালীন মাসে ১১৪০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। ট্রেনিং শেষে মূল বেতন ২৩,৫৩৫ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

রালির সময়সূচি: ১ ও ২ জুন: মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডে ৩টি জেলার প্রার্থী বাছাই। জেলাগুলি হল: উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা।

৩ থেকে ৬ জুন বাকি ট্রেডগুলির সম্পূর্ণ প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ৩ ও ৪ জুন যে সমস্ত জেলার সেগুলি হল: মুর্শিদাবাদ, মালদা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও দক্ষিণ দিনাজপুর। ৫ ও ৬ জুনের জেলাগুলি হল: পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, উত্তর দিনাজপুর, হুগলি ও আলিপুরদুয়ার।

৭ জুন রিজার্ভ ডে।

র‍্যালি আয়োজিত হবে এই ঠিকানায়: ৪ এয়ারম্যান সিলেকশন সেন্টার (পলতা গেটের কাছে), এয়ারফোর্স স্টেশন, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩১২২, পশ্চিমবঙ্গ। নির্দিষ্ট দিন সকাল ৬টায় র‍্যালিকেন্দ্রে হাজির থাকতে হবে। সকাল ১০টার পর আর র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করা যাবে না।

র‍্যালিতে যাওয়ার সময় সঙ্গে রাখতে হবে:

১) ৭ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো। কালো স্লেটের ওপর চকে প্রার্থীর নাম ও ফোটো তোলার তারিখ লিখে স্লেটটি বুকের কাছে ধরে ছবি তুলতে হবে।

২) বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় সমস্ত মূল সার্টিফিকেট ও মার্কশিট এবং প্রত্যেকটি সার্টিফিকেট ও মার্কশিটের চারটি করে স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৩) ডোমিসাইল সার্টিফিকেট, এনসিসি সার্টিফিকেটের (যদি থাকে) মূল কপি ও তার চার কপি স্বপ্রত্যয়িত নকল।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদ ও সার্ভিসে ৭১০ ডাক্তার নিয়োগ

৭১০ জন এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদ ও সার্ভিসে। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন, কম্বাইন্ড মেডিক্যাল সার্ভিসেস এগজামিনেশন ২০১৭, পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা ১৩ আগস্ট। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতায়। এই নিয়োগের এগজামিনেশন নোটিশ নম্বর: 09/2017-CMS.

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস। ইন্টার্নশিপ সম্পূর্ণ হতে হবে। তবে, যাঁরা ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন বা দিতে চলেছেন অথবা যাঁরা এখনও ইন্টার্নশিপ সম্পূর্ণ করেননি, তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন। নিয়োগ করা হবে এইসব পদে: অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল মেডিক্যাল অফিসার ইন দ্য রেলওয়েজ, মোট শূন্যপদ ৪৫০। অ্যাসিস্ট্যান্ট মেডিক্যাল অফিসার ইন ইন্ডিয়ান অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিজ হেলথ সার্ভিসেস, মোট শূন্যপদ ২৬, জুনিয়র স্কেল পোস্টস ইন সেন্ট্রাল হেলথ সার্ভিসেস, মোট শূন্যপদ ২১৬, জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার ইন নিউ দিল্লি মিউনিসিপাল কাউন্সিল, মোট শূন্যপদ ২। জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার গ্রেড টু ইন ইস্ট দিল্লি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, নর্থ দিল্লি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, সাউথ দিল্লি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, মোট শূন্যপদ ১৬।

তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারে নিয়মানুসারে শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

বয়স: ১-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ৩২ বছর। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটারভিত্তিক লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় দুটি পেপার থাকবে। প্রথম পেপারে (কোড নম্বর ১) জেনারেল এবিলিটি, জেনারেল মেডিসিন ও পেডিয়াট্রিক্স এবং দ্বিতীয় পেপারে (কোড নম্বর ২) সার্জারি, গাইনিকোলজি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স ও প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে। প্রতি পেপারে নম্বর ২৫০ ও সময় ২ ঘণ্টা। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে থাকবে ১০০ নম্বরের পার্সোনালিটি টেস্ট। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.upsconline.nic.in.

অনলাইন দরখাস্তও উপরের ওই ওয়েবসাইটে করতে হবে। ১৯ মে পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। দরখাস্ত করার জন্য প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদন করার সময় প্রার্থীর ফোটো ও সই স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। ফি-বাবদ ২০০ টাকা পে-ইন-স্লিপের মাধ্যমে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় জমা দিতে হবে। এছাড়া ভিসা বা মাস্টার ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে।

অনলাইন দরখাস্ত পূরণের পর সাবমিট করে দরখাস্তের একটি প্রিন্টআউট নিয়ে নিজের কাছে রাখতে হবে। আরও বিশদ তথ্য জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

৩৫৫ খেলোয়াড় নিয়োগ কনস্টেবল পদে

৩৫৫ জন খেলোয়াড় নেবে সশস্ত্র সীমা বল। নিয়োগ হবে কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি) পদে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 310/RC/SSB/CT (GD)/SQ/2017.

নিয়োগ করা হবে যেসব ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে: ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স, ভলিবল, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, কবাডি, অ্যাকোয়াটিক্স, ক্রস কান্ট্রি, জুডো, হকি, ফেন্সিং, ওয়াটার স্পোর্টস, রেসলিং, বক্সিং, ওয়েটলিফটিং, জিমন্যাস্টিকস, উশু, তায়কোন্ডো, আর্চারি, সেপাক টাকরো, শুটিং (স্পোর্টস), ইক্যুয়েস্ট্রিয়ান, সাইক্লিং.

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমতুল।

খেলাধুলোর যোগ্যতা: আন্তর্জাতিক স্তরের কোনও প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে থাকতে হবে অথবা ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন বা স্পোর্টস ফেডারেশন স্বীকৃত জাতীয় স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াক্ষেত্রে অন্তত একটি পদক পেয়ে থাকতে হবে। উভয়ক্ষেত্রেই ১-৪-২০১৬ থেকে ৩১-৩-২০১৭ তারিখের মধ্যে এই যোগ্যতা অর্জন করে থাকতে হবে।

দৈহিক মাপজোক: পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চতা হতে হবে ১৭০ সেমি। গোর্খা ও তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি। মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫৭ সেমি। গোর্খাদের ক্ষেত্রে ১৫২.৫ সেমি এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৫০ সেমি। পুরুষদের ক্ষেত্রে বুকের ছাতি হতে হবে না ফুলিয়ে ৮০ সেমি ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি। গোর্খাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি এবং তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ ও ৮১ সেমি। সবক্ষেত্রেই বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি কাছের ক্ষেত্রে ভালো চোখে এন-৬, খারাপ চোখে এন-৯। দূরের ক্ষেত্রে ভালো চোখে ৬/৬, খারাপ চোখে ৬/৯। চশমা থাকলে আবেদন করা যাবে না। রং চেনার ক্ষমতা সিপি-থ্রি মানের হতে হবে। প্রার্থীকে শারীরিকভাবে সুস্থ হতে হবে। শিরাস্ফীতি, ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, তির্যক চাউনি, রাতকানা রোগ বা বর্ণান্ধতা থাকলে চলবে না।

৪-৬-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে নথিপত্র যাচাই, দৈহিক মাপজোখ যাচাই, খেলাধুলোর পরীক্ষা এবং মেডিক্যাল এগজামিনেশনের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। বয়ান ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.ssbrectt.gov.in.

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হবে:

১) দু'কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফোটো। এর মধ্যে একটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। অন্যটি দরখাস্তের সঙ্গে লাগিয়ে দেবেন।

২) ফি-বাবদ ১০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট বা ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার বা ব্যাঙ্কার্স চেক। আইপিও Accounts Officer, FHQ, SSB, New Delhi-এর অনুকূলে নয়াদিল্লিতে প্রদেয় হতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফট ও ব্যাংকার্স চেক Accounts Officer, FHQ, SSB, New Delhi-র অনুকূলে State Bank of India, R. K. Puram, New Delhi (Branch code 01076)-তে প্রদেয় হতে হবে। তফসিলি ও মহিলা প্রার্থীদের ফি লাগবে না।

৩) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) শিক্ষাগত ও খেলাধুলোর যোগ্যতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৫) স্থায়ী বাসস্থানের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৬) নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও ২৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটানো ৩টি খাম।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখতে হবে APPLICATION FOR THE POST OF CONSTABLE (GD) UNDER SPORTS QUOTA-2016-17 & 2017-18.

৪ জুনের মধ্যে এই ঠিকানায় দরখাস্ত পৌঁছতে হবে: The Assistant Director (Sports), Force Hq. Sashastra Seema Bal (SSB), East Block-V, R. K. Puram, New Delhi-110066. বিশদে আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

'টার্গেট অ্যাট কেরিয়ার'-এ এখন
পুরো চার পাতা জুড়ে জীবিকার খোঁজখবর

৫
target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৮ মে ২০১৭

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ১৮ মে ২০১৭

ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার্স ২৫ জন রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়োগ করবে

৩৫ জন মার্কেটিং রিপ্রেজেন্টেটিভ নেবে ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার্সে। এটি একটি কেন্দ্রীয় অধীনস্থ সংস্থা।

শূন্যপদের বিবরণ: ৩৫টি। সাধারণ ২০, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৮। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সরকারি নিয়মানুসারে প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫০% নম্বর সহ এগ্রিকালচারে বিএসসি। বয়স: ৩০-৪-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম: ৯৫০০-১৯৫০০ টাকা মূল বেতন। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে দুটি পার্টে। প্রশ্ন হবে প্রথম পার্টে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং দ্বিতীয় পার্টে জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টেটিভ অ্যাপটিটিউড, রিজনিং এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেস/নলেজ বিষয়ে। পরীক্ষাকেন্দ্র আছে দিল্লি, ভোপাল, লখনউ, চণ্ডীগড়, হায়দরাবাদ এবং পাটনা।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.nationalfertilizers.com. প্রার্থীর একটি চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১ জুন। অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর ফোটো, সই, পিডিএফ ফরম্যাটে বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার স্ক্যান করা প্রমাণপত্র, কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেট, দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট, সচিত্র পরিচয়পত্র আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দিতে হবে ২০০ টাকা। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না। অনলাইনে ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নিতে হবে।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর সিস্টেম জেনারেটেড রেজিস্ট্রেশন স্লিপের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নিতে হবে। এটি নিজের কাছেই রাখতে হবে। পরে কাজে লাগবে। বিশদে আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

পাঁচ থেকে আট: পুরো চার পাতা জুড়ে চাকরির খবর

বিভিন্ন পদে ১২০ জন নিয়োগ করবে বিহার স্টেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ইউনিয়ন

বিহার স্টেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ইউনিয়ন ১২০ জন কর্মী নিয়োগ করবে। নিয়োগ হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট গোডাউন ম্যানেজার, সেলসম্যান কাম মাল্টিটাস্কিং স্টাফ ও অন্যান্য পদে। ২ বছরের প্রোবেশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর M/140.

কীসে কত শূন্যপদ:

সেলসম্যান কাম মাল্টিটাস্কিং স্টাফ: ৬০টি। সাধারণ ৩১, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৬। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক। বেতন: ১২,০০০-২১,২০১ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট গোডাউন ম্যানেজার: ৪০টি। সাধারণ ২০, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১১। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: কেমিস্ট্রি বা বটানিতে বা বায়োটেকনোলজিতে বিএসসি। সঙ্গে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ডিপ্লোমা। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন: ১৫,০০০-২৬,৫০২টাকা।

রেঞ্জ অফিসার কাম মার্কেটিং অফিসার: ১০টি। সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা: এগ্রিকালচারে বিএসসি। সঙ্গে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ডিপ্লোমা। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন: ২০,০০০-৩৫,৩৩৮ টাকা।

অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট: ১০টি। সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিকম অথবা ফিনান্সে স্পেশ্যালাইজেশন সহ এমবিএ। সঙ্গে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ডিপ্লোমা। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন: ১৫,০০০-২৬,৫০২ টাকা।

বয়স: ১-৪-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৫ বছর এবং ওবিসিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা হবে জুনে। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টেটিভ অ্যাপটিটিউড, রিজনিং এবিলিটি, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, কম্পিউটার নলেজ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং আছে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.biscomanu.co.in. প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২০ মে। অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর ফোটো এবং সই স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।

ফি-বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ৫০০ টাকা। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২২ মে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে রাখতে হবে।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে রাখতে হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

অ্যাপারেল ও ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের কোর্স

কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাপারেল এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিলের অধীন অ্যাপারেল ট্রেনিং অ্যান্ড ডিজাইনিং সেন্টার ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট ২০১৭-'১৮ সেশনে অ্যাপারেল, ফ্যাশন ও ম্যানুফ্যাকচারিং বিষয়ে বিভোক অর্থাৎ ব্যাচেলার অফ ভোকেশনাল কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। ৩ বছরের পূর্ণ সময়ের ব্যাচেলার ইন ভোকেশনাল এডুকেশন প্রোগ্রামে পড়ানো হচ্ছে এই দুটি কোর্স: ১) অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং এবং ২) ফ্যাশন ডিজাইনিং। যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী বাছাই করা হবে স্ক্রিনিং টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ১৬ জুন। কাউন্সেলিং হবে ২৭ জুন থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত। ওরিয়েন্টেশন শুরু ১০ জুলাই থেকে ১৬ জুলাই।

দরখাস্ত করবেন নির্ধারিত বয়ানে। বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.atdcindia.co.in বা www.rgniyd.gov.in আবেদন ফি ২০০ টাকা। তফসিলি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা। ফি দিতে হবে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে। ড্রাফট কাটবেন RGNIYD Academic-এর অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট 'Sriperumbudur'.

পূরণ করা দরখাস্ত আবেদন ফি সহ জমা দিতে হবে ৯ জুনের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের এটিডিসি সেন্টারের ঠিকানা: এটিডিসি, কলকাতা, প্লট নং-৩বি, ব্লক-এলএ, সেক্টর-III, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৯৮।

আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন ওপরের ওয়েবসাইটে।

সেফটি ম্যানেজমেন্টের কোর্স

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ফায়ার সেফটি ম্যানেজমেন্টের অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে। কোর্সটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য কারিগরি শিক্ষা পর্ষদ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা আর দক্ষতা উন্নয়ন স্বীকৃত। স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা এআইসিটিই বা কারিগরি শিক্ষা পর্ষদ স্বীকৃত ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজ্ঞান বা সমতুল শাখায় ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। এখানে পড়ানো হয় ফ্রেশার ছেলেমেয়েদের অগ্নি ব্যবস্থাপনার ১২ মাসের কোর্স। আর কর্মরতদের ১৮ মাসের কোর্স। ২টি ক্ষেত্রে সিট ৩০টি। ফ্রেশারদের জন্য ক্লাস হয় দিনের বেলা আর কর্মরত বা স্পনসরদের ক্ষেত্রে ক্লাস হয় সন্ধেবেলা।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে মেধার ভিত্তিতে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা করা হবে, এরপর গ্রুপ ডিসকাশন ও পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ হবে জুলাইয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে।

কোর্স শেষে এইসব সংস্থায় আছে কাজের সুযোগ: পেট্রোল রিফাইনারি, পেট্রো রসায়ন, ফার্টিলাইজার, এলপিজি, এলএনজি, টেক্সটাইল, এয়ারক্রাফট শিল্প। এছাড়াও কাজের সুযোগ আছে সরকারি ফায়ার সার্ভিস, বিমা সংস্থা, স্থাপত্য ও নির্মাণ শিল্প। প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, হাইরিস্ক বিল্ডিং, কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, নার্সিংহোম, হাসপাতাল। ৩০০ টাকার বিনিময়ে হাতে হাতে ফর্ম পাবেন ও জমা দেবেন এই ঠিকানায়: ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট হাউস, কলেজ স্কোয়ার (ওয়েস্ট), কলকাতা-৭০০০৭৩। এছাড়াও ফর্ম ডাউনলোড করতে পারেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.iiswbm.edu. ফর্ম পাওয়া ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ জুন। ক্লাস শুরু হবে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে।

স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট কোর্সে ভর্তি

স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট। কোর্স শুরু জুলাই মাসে।

আসন সংখ্যা ৩০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে যে কোনও বিষয়ে স্নাতক। ফি ১৬,০০০০ টাকা। প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে লিখিত পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন এবং পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা ১৩ জুন। সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত।

অনলাইন আবেদন করা যাবে এই ওয়েবসাইটে www.iiswbm.edu. ফি-বাবদ দিতে হবে ৭০০ টাকা। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে। অনলাইনে ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে রাখতে হবে। অফলাইনে ফি জমা দিতে চাইলে ফি জমা দেবেন স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় এই পাওয়ার জ্যোতি অ্যাকাউন্ট নম্বরে: ৩২৪৯৫৬৫৬৭১০।

এছাড়াও আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে প্রতিষ্ঠানের রিসেপশন কাউন্টার থেকে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২ জুন। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা: ম্যানেজমেন্ট হাউস, কলেজ স্কোয়ার (ওয়েস্ট) কলকাতা ৭০০০৭৩। আরও খুঁটিনাটি তথ্য জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

নার্সিং কোর্সে ভর্তি

জেনারেল নার্সিং এবং মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নেবে ওয়েস্ট ব্যাংক স্কুল অব নার্সিং। কোর্সটি আর এন টেগোর হসপিটালের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে করানো হবে। কোর্সটি ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল দ্বারা স্বীকৃত। প্রার্থীকে টানা ৫ বছর পশ্চিমবঙ্গের বসবাসকারী হতে হবে। কোর্স শুরু সেপ্টেম্বর থেকে।

মোট আসন ৩০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৪০% নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক। বিজ্ঞান শাখার প্রার্থীদের অগ্রাধিকার আছে। বয়স হতে হবে ১-৯-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৭ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে উচ্চমাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। ভর্তির জন্য ফি-বাবদ নগদ ৩০০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম ও প্রোসপেক্টাস পাওয়া যাবে ওয়েস্ট ব্যাংক স্কুল অব নার্সিংয়ের অফিস থেকে। ঠিকানা: চুনাভাটি, আন্দুল রোড, হাওড়া-৭১১১০৯।

কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৬ জুন।

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৮ মে ২০১৭

৭২ জন ড্রাইভার ও ট্রেডসম্যান নিয়োগ করবে ভারতীয় নৌবাহিনী

ভারতীয় নৌবাহিনীর সাদার্ন ন্যাভাল কমান্ড ট্রেডসম্যান (স্কিলড) ট্রেড, মাল্টিটাস্কিং স্টাফ, সিভিলিয়ান মোটর ড্রাইভার পদে ৭২ জন লোক নিচ্ছে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: মাধ্যমিক পাসরা মেশিনিস্ট, শিপরাইট, রিপার, ইলেকট্রিক্যাল ফিটার, পেইন্টার বা ওয়েল্ডার ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং করে থাকলে ও ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিস সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে ট্রেডসম্যান (স্কিলড) ট্রেডে, মেশিনিস্ট, শিপরাইট, রিগার, ইলেকট্রিক্যাল ফিটার, পেইন্টার ও ওয়েল্ডার ট্রেডের জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। বেতন: ১৯,৯০০-৬৩,২০০ টাকা।

শূন্যপদের বিন্যাস: মেশিনিস্ট ৬টি। সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১।

শিপরাইটে ২টি। সাধারণ ১, ওবিসি ১।

রিগারে ৫টি। সাধারণ ৪, তফসিলি উপজাতি ১।

ইলেকট্রিক্যাল ফিটারে ১টি (সাধারণ)।

পেইন্টারে ৩টি (সাধারণ)।

ওয়েল্ডারে ৩টি। সাধারণ ২, ওবিসি ১।

মাধ্যমিক পাসরা ট্রেডসম্যান মেট পদের জন্য যোগ্য। । বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ ৫০টি। সাধারণ ২৯, ওবিসি ৭, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৬। এরমধ্যে প্রতিবন্ধী ২, প্রাক্তন সমরকর্মী ৪, মেধাবী খেলোয়াড়দের জন্য ২টি করে পদ সংরক্ষিত থাকবে।

মাধ্যমিক পাসরা মালির কাজে জ্ঞান থাকলে মাল্টিটাস্কিং স্টাফ- মালি পদের জন্য যোগ্য। বয়স ওপরের পদের মতোই। বেতন: ১৮০০০-৫৬৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ৭টি। সাধারণ ৪, ওবিসি ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১। এর মধ্যে মেধাবী খেলোয়াড়দের জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত থাকবে।

মাধ্যমিক পাসরা মোটর সাইকেল ও ভারী গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকলে আর গাড়ি চালানোর কাজে ১ বছরের প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা থাকলে সিভিলিয়ান মোটর ড্রাইভার পদের জন্য যোগ্য। বয়স ওপরের পদগুলির মতোই। বেতন: ১৯,৯০০-৬৩,২০০ টাকা। শূন্যপদ ১৫টি। সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ৫। এর মধ্যে প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত।

সবক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ২৬-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল ইন্টেলিজেন্স বা অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড রিজনিং, নিউমেরিক্যাল অ্যাপটিটিউড, জেনারেল ইংলিশ, সংশ্লিষ্ট ট্রেডের ওপর অ্যাওয়ারনেস। কবে কোথায় পরীক্ষা হবে তা এই ওয়েবসাইটে জানতে পারবেন: www.indiannavy.nic.in. এরপর হবে স্কিল বা প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট। তারপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন।

দরখাস্ত করবেন সাদা কাগজে। দরখাস্তের বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.indiannavy.nic.in. দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন:

১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাস্ট সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

২) এখনকার তোলা ও স্বপ্রত্যয়িত ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফোটো। ১ কপি দরখাস্তে সেঁটে ও অন্যটি দরখাস্তের সঙ্গে লাগিয়ে। ফোটোর উলটোদিকে নিজের নাম লিখে দেবেন।

৩) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও ৪৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটা একটি খাম। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন, 'APPLICATION FOR THE POST OF.....' and category.....' (I.e. SC / ST / OBC / UR / PwDs / ESM/Meritorious Sportsman)'. দরখাস্ত পাঠাবেন রেজিস্ট্রি ডাকে বা স্পিড ডাকে ২৬ মে-র মধ্যে। এই ঠিকানায়: The Flag Officer Commanding in-Chief (for staff officer-Civilion Recruitment Cell) Headquarters Southern Naval Command, Kochi-682004.

আর্মিতে শিক্ষক নিয়োগ

ভারতীয় সেনাবাহিনির আর্মি এডুকেশন কোর হাবিলদার এডুকেশন পদে সায়েন্স স্ট্রিম আর আর্টস স্ট্রিমে কয়েকশো অবিবাহিত ছেলে নিয়োগ করবে। অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বটানি, জুলজি, বায়োলজি, ইলেকট্রনিক্স বা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে এমএসসি, বিএসসি, এমসিএ, বিসিএ, বিই বা বিটেক, বিএসসি (আইটি), এমএসসি (আইটি), বা এমটেক কোর্স পাসরা সায়েন্স স্ট্রিম-এর জন্য যোগ্য। ইংরেজি সাহিত্য, হিন্দি সাহিত্য, উর্দু সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাইকোলজি, অঙ্ক ও সোশিওলজি বিষয় নিয়ে এমএ, বিএ পাসরা আর্টস স্ট্রিম-এর জন্য যোগ্য।

সবক্ষেত্রে শরীরের মাপজোখ হবে লম্বায় অন্তত ১৬২ সেমি, বুকের ছাতি ফুলিয়ে ৮২ সেমি ও না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি। ওজন অন্তত ৫০ কেজি। বয়স: ১-১০-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শুরুতে ১ বছরের ট্রেনিং হবে মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারি এইসি ট্রেনিং কলেজ অ্যান্ড সেন্টারে। বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৮০০ টাকা আর মিলিটারি ভাতা ২,০০০ টাকা। এছাড়া অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আছে।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে স্ক্রিনিং টেস্ট হবে। এরপর শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় থাকবে: ১) ১.৬ কিমি দৌড়, ২) ৬ বার বীম টেস্ট, ৩) ভারসাম্য টেস্ট, ৪) ৯ ফুট খানা টপকানো।

স্ক্রিন টেস্ট ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল হলে ডাক্তারি পরীক্ষা হবে। এরপর লিখিত পরীক্ষা হবে ২৯ অক্টোবর। এমএসসি, বিএসসি, এমসিএ, বিসিএ, বিটেক, বিএসসি (আইটি) কোর্স পাসদের ক্ষেত্রে ২ ঘণ্টার এই পরীক্ষা হবে ২টি পার্টে। প্রথম পার্টে থাকবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ও জেনারেল ইংলিশ। ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন থাকবে। ২০ নম্বর পেলে সফল হবেন। পার্ট টু পরীক্ষায় থাকবে অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও কম্পিউটার সায়েন্স। ৫০টি প্রশ্ন থাকবে। ২০ নম্বর পেলে সফল এমএ, বিএ কোর্স পাসদের বেলায় ২ ঘণ্টার এই পরীক্ষায় থাকবে ২টি পার্ট। প্রথম পার্টে থাকবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ও জেনারেল ইংলিশ। ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন থাকবে। ২০ পেলেই সফল। পার্ট টু পরীক্ষায় থাকবে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ে। ৫০টি প্রশ্ন থাকবে ২০ পেলে সফল হবেন।

সবক্ষেত্রেই নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। এরপর হবে টিচিং অ্যাপটিটিউড টেস্ট বা ইন্টারভিউ। প্রার্থী বাছাই পরীক্ষার সময় যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল ও ২ সেট করে প্রত্যয়িত নকল নিয়ে যেতে হবে। পরীক্ষা হবে কলকাতার হেড কোয়ার্টার্স রিক্রুটিং জোনে। দরখাস্ত করতে হবে ৩০ মে-র মধ্যে এই ওয়েবসাইটে: www.joinindianarmy.nic.in. এরজন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে Apply Online-এ যেতে হবে। এরপর JCO/OR-এ গিয়ে ক্লিক করতে হবে। তারপর যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন অ্যাডমিট কার্ড প্রিন্ট করে নেবেন।

পরীক্ষার দিন যাবতীয় প্রমাণপত্রের মূল কপি নিয়ে যেতে হবে। আরও বিশদে নানা তথ্য জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট নেবে রাজ্য শ্রম দফতর

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দফতর মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (এক্সরে) গ্রেড-III পদে ৮ জন ছেলেমেয়ে নিয়োগ করবে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাসরা রেডিওগ্রাফি (ডায়াগনস্টিক) টেকনোলজির ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে আবেদন করতে পারেন। ডিপ্লোমা কোর্স পাসের পর ১ বছরের ট্রেনিং নিয়ে থাকলে কিংবা রেডিওগ্রাফির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১-১-২০১৭-র হিসাবে ১৮ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন: ৭,১০০-৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা। শূন্যপদ: ৮টি। সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি-এ ক্যাটেগরি ১। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টাফ সিলেকশন কমিশন। ২০১৭ সালের মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (এক্সরে) গ্রেড-III-এর পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে পরীক্ষা-সম্পর্কিত তথ্য পরে www.wbssc.gov.in এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এই পদের এগজাম কোড: ৪১৪। দরখাস্ত করা যাবে ২ ভাবে। ১) সরাসরি অনলাইনে, ২) তথ্যমিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৩১ মে-র মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.wbssc.gov.in.

এরজন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। আবেদন করার আগে পাসপোর্ট মাপের ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিতে হবে। ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন ফি-বাবদ ২২০ টাকা, তফসিলি ও প্রতিবন্ধী হলে ২০ টাকা নেট ব্যাংকিং/ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এরজন্য অতিরিক্ত ৫ টাকা দিতে হবে। এরপর স্ক্যান করা ফোটো ও সই আপলোড করে নেবেন। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর সিস্টেম জেনারেটেড রেজিস্ট্রেশন স্লিপের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নিতে হবে। এটি নিজের কাছেই রাখতে হবে। পরে কাজে লাগবে।

তথ্যমিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমে ফর্ম ফিলাপ করতে চাইলে কেন্দ্রের কর্মীরাই ফর্ম অনলাইনে পূরণ করে দেবেন। এজন্য ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিয়ে যেতে হবে বা তথ্যমিত্র কেন্দ্রেও স্ক্যান করে নেওয়া যাবে। তখন পরীক্ষা ফি বাবদ ২৪০ টাকা দিতে হবে। তফসিলি ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪০ টাকা।

তথ্যমিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমে দরখাস্ত জমা করার পর পাওয়া রেজিস্ট্রেশন নম্বর সহ অ্যাকনলেজমেন্ট প্রিন্ট করে নিতে হবে। এগুলি যত্ন করে নিজের রাখতে হবে।

হসপিটালিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এমএসসি কোর্স

হসপিটালিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এমএসসি কোর্সে ভর্তি নেবে কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন বিভাগের অধীনস্থ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং টেকনোলজি। কোর্সটি ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে করানো হবে। কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। আগস্ট ২০১৭-তে ক্লাস শুরু হবে।

আসন: এনসিএইচএম ইনস্টিটিউট অব হসপিটালিটি, নয়ডা: ৪০টি। আইএইচএম-পুসা, নয়াদিল্লি ২৫টি। আইএইচএম-বেঙ্গালুরু: ২৫টি। আইএইচএম-চেন্নাই: ২৫টি, আইএইচএম-লখনউ: ২৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এনসিএইচএম ইগনুর অধীনস্থ কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে হসপিটালিটি অ্যান্ড হোটেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বিএসসি। অথবা এআইসিটিই দ্বারা স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্টে বিএসসি। কোর্স ফি ১৯৯০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা ১৮ জুন। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ১২ থেকে ১৪ জুনের মধ্যে ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে www.thims.gov.in.

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.thims.gov.in. প্রার্থীর চালু ইমেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ মে।

ফি বাবদ জমা করতে হবে ৯০০ টাকা। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪৫০ টাকা। ফি জমা দিতে হবে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে। ডিমান্ড ড্রাফটটি 'NCHMCT'-এর অনুকূলে Noida-তে প্রদেয় হতে হবে।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে রাখতে হবে। এটি পাঠাতে হবে।

মূল ডিমান্ড ড্রাফটের নথি সহ আবেদনপত্রের প্রিন্টআউট ভরা খামের ওপর 'APPLICATION FOR ADMISSION TO M.Sc. HA PROGRAM ' লিখে দেবেন। দরখাস্ত ৩১ মে-র মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: National Council For Hotel Management & Catering Technology, A-34, Sector 62, Noida (UP)-201309. বিশদে আরও তথ্য জানার জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ১৮ মে ২০১৭

মৎস্যবিজ্ঞান ও মাছধরা জাহাজ বিষয়ের পেশাদারি কোর্স

কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ফিশারিজ নটিক্যাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং (কোচি) ফিশারি সায়েন্স, ভেসেল নেভিগেটর, মেরিন ফিটার কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে।

অঙ্ক, বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে মোট ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা ভেসেল নেভিগেটর ও মেরিন ফিটার কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১-৮-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৬ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। ২টি কোর্সে মোট সিট ৪৮টি। বাছাই প্রার্থীদের প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। ভেসেল নেভিগেটর ও মেরিন ফিটার ২ বছরের কোর্স। পড়ানো হবে ৪টি সেমিস্টারে।

মোট ৫০% নম্বর পেয়ে পাস ছেলেমেয়েরা ফিশারিজ সায়েন্সের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। ইংরেজি ও অঙ্কে অন্তত ৫০% নম্বর থাকতে হবে। যাঁরা চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য। মোট সিট ৩৩টি। বয়স হতে হবে ১-১০-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৭ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। মোট ৪ বছরের কোর্স। পড়ানো হবে ৮টি সেমিস্টারে। প্রতিটি কোর্সের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। আবেদন ফি: ভেসেল নেভিগেটর ও মেরিন ফিটার কোর্সের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ১৫০ টাকা। আর ফিশারি সায়েন্সের ক্ষেত্রে ভর্তির ফি ৫০০ টাকা। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা। ফি দিতে হবে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে। ড্রাফট কাটবেন 'Senior Administrative Officer CIFNET'-এর অনুকূলে এবং পেয়েবল অ্যাট 'এর্নাকুলাম'।

২৫ মে-র মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.cifnet.gov.in. অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করার পর সিস্টেম জেনারেটেড কপির প্রিন্টআউট নিয়ে পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়: Director, CIFNET, Fine Art Avenue, Ernakulam-682016.

কেরিয়ার-সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন থাকলে জানান আমাদের মেল করে।
jugasankha.suppli@gmail.com

রুরাল আরবান শিক্ষা বিকাশ সংস্থানে ৪৪৪ জন

বিভিন্ন পদে ৪৪৪ জন কর্মী নেবে নয়াদিল্লির রুরাল আরবান শিক্ষা রুরাল আরবান শিক্ষা বিকাশ সংস্থান। এটি একটি শিক্ষা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। নিয়োগ হবে পাবলিক রিলেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, প্রোজেক্ট ম্যানেজার সহ বিভিন্ন পদে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: RUSVS/01/2017. কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। শূন্যপদের বিবরণ: পাবলিক রিলেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট: ৩৪৬টি। পিওন: ১২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ৩২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক

অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টেন্ট: ৩২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমার্স শাখায় স্নাতক। প্রোজেক্ট ম্যানেজার: ২২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে রুরাল প্রোজেক্ট হ্যান্ডলিংয়ের কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স:১-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। প্রোজেক্ট ম্যানেজারের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ ও ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতন: প্রোজেক্ট ম্যানেজারের পদের ক্ষেত্রে ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। বাকি পদের ক্ষেত্রে ৫২০০-২০২০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন আবেদন করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.ruralurbanshiksha.jn. প্রার্থীর একটি চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১০ জুন। ফি-বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ২৫০ টাকা। তফসিলিদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা। ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে রাখতে হবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজ-খবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল।

naukri.com
monster.com
timesjobs.com
shine.com
placementIndia.com
careerage.com
jobstreet.co.in
jobsDB.com
jobisjob.com
sarkarinaukricom.com

বিএস-এমএস ডুয়াল ডিগ্রি প্রোগ্রাম

বিএস-এমএস ডুয়াল ডিগ্রি প্রোগ্রাম ২০১৭ কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্ত চাইছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ। কলকাতা, বেরহ্যামপুর, ভোপাল, পুনে, মোহালি, তিরুপতি ও তিরুবন্তপুরম এই সাতটি সেন্টারে এই কোর্স পড়ানো হবে।

কোর্স: বিএস-এমএস। এটি ৫ বছরের ডুয়াল ডিগ্রি প্রোগ্রাম। পাঁচ বছরের এই কোর্সে প্রথম দুই বছর বেসিক সায়েন্স পড়ানো হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ বছর নির্দিষ্ট বিষয়ে স্পেশ্যালাইজেশন। পঞ্চম বছরে রিসার্চ প্রোজেক্ট।

নির্বাচন পদ্ধতি: তিনটি চ্যানেলের মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে। ১) কিশোর বৈজ্ঞানিক প্রোৎসাহন যোজনা বেসিক সায়েন্স স্ট্রিম: যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ফেলোশিপের জন্য মনোনীত হয়েছেন তাঁরা এই চ্যানেলের মাধ্যমে ভর্তি হতে পারবেন। এই চ্যানেলের মাধ্যমে আবেদনের শেষ তারিখ ১২ জুন।

২) জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন (অ্যাডভান্স ২০১৭): যারা জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন (অ্যাডভান্স ২০১৭)-এ দশ হাজারের মধ্যে র‍্যাংক করবে তারা আবেদন করতে পারবে। এই চ্যানেলের মাধ্যমে ভর্তির শেষ তারিখ ১৯ জুন।

৩) স্টেট ও সেন্ট্রাল বোর্ড: যাঁরা ২০১৬-তে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছে বা ২০১৭-তে পরীক্ষা দিয়েছে তারা ইনস্পায়ার ফেলোশিপ ২০১৭-এর যোগ্য নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারবে অথবা উচ্চমাধ্যমিকের নম্বরের ভিত্তিতে যারা ইনস্পায়ার স্কিমের অধীনে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য স্কলারশিপ পেয়েছে তাঁরা আবেদন করতে পারবেন। এই চ্যানেলে ভর্তি নেওয়া হবে আইআইএসইআর অ্যাপটিটিউড টেস্ট ২০১৭-এর মাধ্যমে। ২৫ জুন দেশের বিভিন্ন সেন্টারে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে

পরীক্ষার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.iiseradmission.in. এই চ্যানেলের মাধ্যমে আবেদনের শেষ তারিখ ১৮ জুন।

আবেদন ফি ২০০০ টাকা। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০০ টাকা।

আবেদন করতে হবে অনলাইনে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.iiseradmission.in. আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

উর্দু ইউনিভার্সিটিতে জার্নালিজমের কোর্স

২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন, উইমেন স্টাডিজ, সোশ্যাল ওয়ার্ক সহ বিভিন্ন বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি, ডায়ালিসিস টেকনিশিয়ান, এমারজেন্সি মেডিক্যাল টেকনিশিয়ানে ডিপ্লোমা ও আরও বিষয়ে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এবং প্রোফেশনাল প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য দরখাস্তের আহ্বান করছে মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু ইউনিভার্সিটি।

১) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম: উর্দু, ইংরেজি, ট্রানস্লেশন স্টাডিজ, আরবি ও পার্শিয়ান, উইমেন স্টাডিজ, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পলিটিক্যাল সায়েন্স, সোশ্যাল ওয়ার্ক, ইসলামিক স্টাডিজ, হিস্ট্রি, ইকোনমিক্স অ্যান্ড সোশিওলজি, জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন।

২) আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম: বিএ, বিকম, বিএসসি (ফিজিক্যাল সায়েন্স-এমপিসি), এবং বিএসসি (লাইফ সায়েন্স-জেডবিসি), মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্রিজ কোর্স, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং পলিটেকনিক প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য।

৩) প্যারামেডিক্যাল ও সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম: ডায়ালিসিস টেকনিশিয়ানে ডিপ্লোমা, এমারজেন্সি মেডিক্যাল টেকনিশিয়ানে ডিপ্লোমা, ডায়ালিসিস টেকনিশিয়ানে সার্টিফিকেট, এমারজেন্সি মেডিক্যাল টেকিনিশিয়ানের সার্টিফিকেট।

উর্দু, হিন্দি, আরবি, পার্শিয়ান ও ইসলামিক স্টাডিজে ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট। উপরের সমস্ত বিষয়গুলিতেই মেধার ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হবে। এছাড়াও জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন সহ একাধিক প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে। আবেদন ফি ৫০০ টাকা। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও মহিলা প্রার্থীদের জন্য ৩০০ টাকা। ফি দেওয়া যাবে অনলাইনে বা চালানের মাধ্যমে। চালানের ফর্ম ডাউনলোড করবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.manuu.ac.in. ৯ জুলাইয়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.manuu.ac.in. বিস্তারিত আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।